তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৪১

**তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে**

 **- শিক্ষা উপদেষ্টা**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি):

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, তরুণ গণিতবিদদের অদম্য মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি, তারা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের মেধাবীরা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই।

আজ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ এশিয়া প্যাসিফিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউএমটিসি) ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর অসামান্য সাফল্য উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা ।

 ড. ওয়াহিদউদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এই সাফল্য সমগ্র জাতির জন্য এক অনন্য প্রেরণা। তোমাদের এই অর্জন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম। তোমাদের এই সাফল্য যেন ভবিষ্যতের পথচলায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি এই আয়োজনে শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহার সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- ড. হাসিনা খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাহবুব মজুমদার, অধ্যাপক, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড; ড. সাইফুর রহমান বকাউল, চেয়ারম্যান, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি অভব বাংলাদেশ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী; ড. জি. আর. আহমেদ জামাল, অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অভ্‌ এশিয়া প্যাসিফিক; কামরুজ্জামান কামরুল, একাডেমিক কাউন্সিলর, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও প্রকৌশলী, জিওক্যাল ইউএসএ।

#

সিরাজ/পবন/মোশারফ/শামীম/২০২৫/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৪০

**বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানদেরকে কোরআন ও সুন্নাহর ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে**

 **- ধর্ম উপদেষ্টা**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি):

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, আমাদের মধ্যে ছোটখাটো কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। অতীতে ছিলো, এখনও আছে, আগামীতেও থাকবে। এরপরও বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানদেরকে কোরআন ও সুন্নাহর ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আজ ঢাকার আশুলিয়ায় কাইচাবাড়ী রোডে মুসলিম জীবনে সুন্নাহর গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল আরিফী, ঢাকায় সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসেফ ঈসা আল দুহাইলান, সৌদি দূতাবাসের ধর্ম বিষয়ক অ্যাটাশে মুবারক বিন আমেক আল আনাযী প্রমুখ।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, মুসলিমদের জন্য সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। এই সুন্নাহ থেকে বিচ্যূত হলে বিদআ'ত আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। তাওহীদ ও রিসালাত ইসলামের দুটি মৌলিক নীতিমালা। শিরক জায়গা পেলে তৌহিদ বিদায় নেয় এবং বিদআ'ত জায়গা পেলে সুন্নাত বিদায় নেয়। মুসলিমদেরকে তৌহিদ ও সুন্নাত দুটিকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

ধর্ম উপদেষ্টা আরো বলেন, শিরকের সাথে কোনো আপোষ নেই। ঠিক একইভাবে আমরা বিদাতের সাথেও আপোষ করতে পারি না। এ ব্যাপারে তিনি সকলকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আমাদের অন্তর সংকীর্ণ। নিজের দল, মত ও পথের মানুষ ছাড়া অন্যদেরকে আমরা অন্তরে স্থান দিতে পারি না। তিনি মুসলমানদের অন্তরকে প্রসারিত করার অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ইসলামি শরিয়তে সুন্নাহর গুরুত্ব ও ব্যাপকতা অত্যধিক। শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মুসলমানদের জীবনে সুন্নাহ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সুন্নাতকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়া ব্যতীত ইমানদার হওয়া যায় না। এ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে পাকিস্তানের হারাকাতুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহর হাফেজ আল্লামা শাইখ ইঞ্জিনিয়ার ইবতিসাম ইলাহী যহীরসহ আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

#

আবুবকর/পবন/মোশারফ/শামীম/২০২৫/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৩৯

বিইউএফটিতে দ্বিতীয় সমাবর্তন

**বাংলাদেশ তারুণ্য ও নতুন দিনের দিকে তাকিয়ে আছে**

 **---গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, বাংলাদেশ তারুণ্য ও নতুন দিনের দিকে তাকিয়ে আছে। আজকের সমাবর্তনের গ্রাজুয়েটবৃন্দের এই অর্জন ও সাধনা দেশের সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করবে, যারা আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাংলাদেশ শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নিশ্চয়ই আজকের সমাবর্তনে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিজিএমই ইউনিভার্সিটি অভ্ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আজ ঢাকার পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলরের পক্ষে উপদেষ্টা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ইয়াংওন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কিয়াক সুং (Kihak Sung)।

জুলাই ৩৬ এর গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ছাত্র-জনতা ও বিইউএফটি'র ছাত্র শহিদ সেলিম তালুকদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, বাংলাদেশ জুলাই মাসে বদলে গেছে। ৫ আগস্টের পরে তারুণ্যের কারণে এখন নতুন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ পথ দেখিয়েছে কিভাবে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। আজকের এই শিক্ষার্থীরা সেই পথের দিশারি। বাংলাদেশ আর কখনো তার আগের জায়গায় ফেরত যাবে না।

উপদেষ্টা আরো বলেন, আজকের সমাবর্তনে ২ হাজার ৭৩১ জন শিক্ষার্থী, যারা ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তারা যেন বাংলাদেশের দিশারি হয়ে গড়ে উঠেন। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করেন। তারা যেন বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেন।

বোর্ড অভ্ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান ফারুক হাসান বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতার মাধ্যমে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে বিশ্ববাজারে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজের সদস্যবৃন্দ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, রেজিস্টার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২ হাজার ৭৩১ শিক্ষার্থীকে স্নাতক এবং ৩২৮ জনকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

#

আলমগীর/পবন/**মোশারফ/আব্বাস**/২০২৫/১৯২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৩৮

**আজ থেকে গাজীপুরসহ সারাদেশে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি):

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে আজ থেকে গাজীপুরসহ সারাদেশে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

গতকাল রাতে গাজীপুরে ছাত্র-জনতার ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনায় আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর সমন্বয়ে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে আগামীকাল প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে।

উল্লেখ্য, গতকাল (শুক্রবার) রাতে পতিত স্বৈরাচারের সন্ত্রাসীদের হামলায় কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

#

ফয়সল/ফাতেমা/রবি/আলী/মাসুম/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০৯

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো:

**মূলবার্তা :**

আজ থেকে সারাদেশে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ পরিচালনার সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

#

ফয়সল/ফাতেমা/রবি/আলী/মাসুম/২০২৫/১৫৫৫ ঘণ্টা

Handout Number: 2637

Youth Festival 2025

**The Ministry of Environment Promotes Green Messages in BPL Cricket**

Dhaka, 8 February:

To make the Youth Festival 2025: Bangladesh Premier League (BPL) an environment friendly event, the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change has implemented several initiatives. The use of single-use plastic has been banned both inside and outside the stadiums. Eco-friendly placards and props have been introduced, along with environmentally responsible materials for celebrating boundaries and sixes.

During the tournament’s opening and final matches, team captains exchanged trees as symbolic gifts to promote environmental awareness. L-shaped advertisements and thematic TVCs were broadcast during matches, emphasizing zero waste, the elimination of single-use plastics, and the reduction of air and noise pollution.

Special awareness corners were set up at the three BPL venues in Dhaka, Sylhet, and Chattogram to educate spectators on environmental conservation efforts. These corners showcased sustainable initiatives and engaged audiences in eco-friendly activities. Additionally, interactive bins with color-coded waste segregation were installed to ensure proper waste management and minimize pollution.

To further amplify the green message, popular radio jockeys endorsed environmental awareness messages aired live during matches. Social media platforms such as Facebook, YouTube, and TikTok were also utilized to boost and promote eco-conscious campaigns.

Through these initiatives, BPL 2025 has evolved beyond a cricket tournament into a platform for environmental awareness, inspiring the youth to take action in preserving nature.

The Ministry of Environment, Forest, and Climate Change urges all organizers of sports, cultural, and social events, including cricket and football tournaments, to adopt environment friendly practices in their events.

#

Dipankar/Fatema/Rabi/Ali/Shafi/2025/1510 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৩৬

তারুণ্যের উৎসব বিপিএল ক্রিকেট উৎসবে সবুজের বার্তা

**সকল উৎসব পরিবেশবান্ধব করতে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আহ্বান**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি):

তারুণ্যের উৎসব বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (বিপিএল) ২০২৫-কে পরিবেশবান্ধব করতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় একাধিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মাঠের ভেতরে ও বাইরে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইকো-ফ্রেন্ডলি প্ল্যাকার্ড ও প্রপস ব্যবহারের পাশাপাশি ‘চার’ ও ‘ছক্কা’ উদ্‌যাপনের উপকরণেও পরিবেশবান্ধব বার্তা সংযোজন করা হয়।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ও ফাইনাল ম্যাচে প্রতিটি দলের অধিনায়কের মধ্যে গাছ উপহার বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হয়, যা পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। ম্যাচ চলাকালীন এল-শেপ বিজ্ঞাপন ও থিমেটিক টিভিসি সম্প্রচার করা হয়, যেখানে জিরো ওয়েস্ট ক্যাম্পেইন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বর্জন, বায়ু ও শব্দদূষণ রোধের বার্তা ছিল।

ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামের তিনটি ভেন্যুতে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কর্নার স্থাপন করা হয়। এসব কর্নারে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম প্রদর্শনের পাশাপাশি দর্শকদের পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়। পরিবেশ দূষণ রোধে ইন্টারঅ্যাক্টিভ বিন স্থাপন করা হয়, যেখানে রঙ চিহ্নিত বিনের মাধ্যমে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ম্যাচ চলাকালীন রেডিওতে পরিবেশ সচেতনতামূলক বার্তা সম্প্রচারের জন্য জনপ্রিয় আরজেদের এনডোর্সমেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, বিপিএল সংশ্লিষ্ট ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটক প্ল্যাটফর্মে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক বার্তা প্রচার ও বুস্টিং করা হয়।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিপিএল ২০২৫ কেবল একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়, বরং একটি পরিবেশ সচেতনতামূলক উৎসবে রূপ নেয়, যা তরুণদের পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহিত করেছে।

ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য সকল প্রকার অনুষ্ঠান পরিবেশবান্ধবভাবে আয়োজন করতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

দীপংকর/ফাতেমা/রবি/আলী/মাসুম/২০২৫/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৩৫

**ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ১২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত**

 **সততা ও পরিশ্রম দিয়ে শিক্ষার্থীরা গড়ে তুলবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ**

 **-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা**

সাভার, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিবে। সততা, কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে তারা সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।

উপদেষ্টা আজ ঢাকায় সাভারে বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ১২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, বৈষম্যবিরোধী জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের নব্য স্বাধীনতা। সামাজিক বৈষম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতা ইত্যাদির দূরীকরণ এবং সুখী-সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি গড়ে তোলার মাধ্যমেই অর্জিত হবে জুলাই গণ-অভ্যূত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোঃ সবুর খান ও উপাচার্য প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান বক্তৃতা করেন। এছাড়া, লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী Professor Dr. Hassan Diab কনভোকেশন স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী ১২ জন গ্র্যাজুয়েটকে চ্যান্সেলর, চেয়ারম্যান ও উপাচার্যসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ‘স্বর্ণপদক’ প্রদান করেন। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন ফার্মেসী বিভাগের আবু ফারহান সিয়াম, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জাবেদ হাসান, মাশুর সাদ করিম এবং সফটওয়্যার ইঞ্জনিয়ারিং বিভাগের আশিকুল হক। সমাবর্তনে ৩ হাজার ৯৫১ জন গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/ফাতেমা/রবি/আলী/মাসুম/২০২৫/১২১৫ ঘণ্টা

Handout Number**:** 2634

**UN Secretary-General reaffirms continued support to**

 **The Rohingya Crisis in Bangladesh**

New York, 8 February:

High Representative of Bangladesh’s Chief Adviser on Rohingya Issue and Priority Matters Dr. Khalilur Rahman, met with the UN Secretary General Guterres on yesterday to discuss the upcoming UN International Conference on Rohingya Muslims and other Minorities of Myanmar to be held in 2025. The UN General Assembly decided to hold the Conference by consensus. He highlighted the importance of urgent international actions for a sustainable resolution of the Rohingya issue which continues to threaten regional peace and security. He requested the Secretary General to mobilize the international community with a view to ensuring that the Conference adopts concrete measures for an early and sustainable resolution of the issue.

Dr. Rahman also highlighted the serious humanitarian conditions in the Rakhine State and warned that the impending famine conditions will cause further destabilization of the conflict ravaged state. He indicated the willingness of Bangladesh to positively consider supporting UN-led initiatives in the State to prevent further deterioration of the humanitarian situation, restart livelihood and, in the process, create enabling conditions for voluntary, safe and dignified return of the forcibly displaced Rohingyas in Bangladesh back to Rakhine. He drew the attention of the Secretary General to deteriorating external funding situation and urged him to use his good offices to mobilize sufficient resources. He also requested the Secretary General to ensure that aid providers and recipients have unimpeded access and are free from violence, intimidation, discrimination and displacement and that air strikes and bombings are brought to an end.

The Secretary General recalled his visits to the Rohingya camps in Cox's Bazar and Rakhine State and reiterated his concerns for the Rohingyas who remain victims of systematic discrimination and grave violations of their fundamental rights. He lauded the continued generosity of Bangladesh in hosting nearly 1.2 million Rohingyas for eight years. He recognized Bangladesh's indispensable role in providing support to the UN-led humanitarian assistance to Rakhine at this critical hour of need. He reiterated the UN's continued commitment to a durable solution to the Rohingya issue. The Secretary General assured of his help with ensuring funding for these actions.

Dr. Rahman also apprised the Secretary General of Bangladesh's reforms efforts under the leadership of Chief Adviser Prof. Muhammad Yunus and underlined the need for a stronger role of Bangladesh in the UN peacekeeping activities. The SG recalled his recent meeting with the Chief Adviser at Davos and reiterated firm support to the reform efforts. He also assured the High Representative of his personal attention to higher level representations of Bangladesh in the UN peacekeeping machinery. He also held separate bilateral meetings with UNDP Administrator Achim Steiner and Under-Secretary-General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix. Bangladesh Permanent Representative to the UN, Salahuddin Noman Chowdhury was present in the meetings.

#

Mission New York/Fatema/Robi/Ali/Masum/2025/1145 hour